আমাদের সময়

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৪...

শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকদের অভিমত

১২ কারণে এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সারা দেশে এখন আলোচ্য বিষয় ২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়। অবশ্য আগের বছরগুলোয় যখন পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার ও জিপিএ-৫ বাড়ছিল তখন শিক্ষার সার্বিক মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে।

এরই মধ্যে এবারের ফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানে নেমেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামতে উঠে এসেছে ফল বিপর্যয়ের ১২ কারণ। সেগুলো হলো– সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত না হওয়া, সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, নতুনধারার প্রশ্নপত্র ব্যবস্থাপনা, বোর্ডে প্রশ্ন প্রণয়ন সম্পর্কে ক্লাস শিক্ষকদের স্বচ্ছ ধারণা না থাকা, শিক্ষায় অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ, গ্রাম-শহরে সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য, অনিয়মিত পাঠদান, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক সংকট, মুখস্থবিদ্যায় নির্ভরতা এখনো কাটেনি, গাইড-নোট কোচিং নির্ভরতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ না থাকা এবং সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রের সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনো মিল না থাকা। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অমনোযোগিতা, ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি, ফেসবুকসহ বিভিন্ন ভার্চুয়াল নেটওয়ার্কিংয়ে সময় ব্যয় করায় ক্লাসের পাঠে দুর্বলতাই ফলে প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

শিক্ষা বোর্ড কর্মকর্তারা বলেছেন, এবার ইংরেজি বিষয়ে সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে শিক্ষার্থীরা। নতুন প্রশ্নপত্র পদ্ধতিও এর অন্যতম কারণ। এছাড়া মফস্বল এলাকায় সমান সুযোগ নিশ্চিত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে ফল বিপর্যয় ঘটেছে। তারা বলেন, আগে শিক্ষার্থীরা সিলেক্টিভ পদ্ধতি অনুসরণ করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিত। পুরো বই পড়ত না। এখন ভিন্ন একটি বোর্ডের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ফল ভালো করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে আন্তঃবোর্ড সমন্বয়ক সাব-কমিটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকণ্ঠ কুমার চন্দ বলেন,

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ২

১২ কারণে এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) আগে নিজ নিজ বোর্ড প্রশ্নপত্র তৈরি করত। চলতি বছর থেকে নিজ বোর্ড বাদ দিয়ে বাকি ৭ বোর্ডের ২৮ বা ৩২ সেট প্রশ্নপত্র থেকে যে কোনো ৪ সেট পছন্দ করা হয়েছে। ওই প্রশ্নপত্র কোন বোর্ডের সেটাও জানা যায়নি। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে এবার ফলে ধস নেমেছে বলে মনে করেন তিনি। তবে শিক্ষাবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এবারের ফলকে খারাপ বলতে রাজি নন। তিনি বলেন, প্রশ্নপত্রের ধারা কিছুটা বদলেছে। সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়েছে। কেননা তাদের এ বিষয়ে যারা শিখিয়েছেন সেসব শিক্ষকই হয়তো এ বিষয়ে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত ছিলেন না। ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রে কম বাজেটের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের বৈষম্যকেও দায়ী করেন রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি বলেন, এখনো অনেক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য ল্যাব নেই। আবার ল্যাব আছে তো শিক্ষক নেই। কোথাও কোথাও পর্যাপ্ত উপকরণ নেই।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, দিনে দিনে শিক্ষার মান কমছে। সে কারণে রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন একেবারেই অসম্ভব। তিনি বলেন, বিশ্বের কোনো দেশে শিক্ষার বাজেট বাড়ে বই কমে না। কিন্তু আমাদের এখানে বাজেট কমানো হচ্ছে। মেধাবী ও মানসম্পন্ন শিক্ষক স্কুলগুলোতে আসছেন না। এর কারণ উপযুক্ত বেতন-ভাতার অভাব। এর ফলে কম মেধাবী শিক্ষকরা প্রথামত উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ নিতে পারছেন না। তাই নতুন সিলেবাসে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর অনেকেই দিতে পারেনি। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোচিং বাণিজ্য ও প্রশ্ন ফাঁসের জাতাকলে আবর্তিত হচ্ছে। সিলেবাস, প্রশ্নপত্রের সঙ্গে শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোনো মিল নেই। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার বড় সমস্যা শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা। দেশের কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর অধিকাংশ শিক্ষার্থী নির্ভরশীল। আর এসব কোচিং সেন্টার ভালো রেজাল্ট আনার জন্য প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা করে। গত বছর অনেক আগেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল। যার ফলে শিক্ষার্থীরা অনেক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে বা টুকে লিখে দিতে পেরেছিল। এবার তা হয়নি। শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, সৃজনশীল পদ্ধতি নিজে থেকে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে শেখায়, যা মুখস্থবিদ্যা থেকে অনেক দূরে। এদিকে স্কুলভিত্তিক শিক্ষার মান উপযুক্ত না হওয়ায় অভিভাবকরা সন্তানদের নিয়ে কোচিংয়ে ছুটছেন। অন্যদিকে এবার পরীক্ষকরা খাতা দেখায় উদারপন্থি মনোভাব প্রদর্শন করেননি।

ইন্টারনেট ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের আসক্তি ফল বিপর্যয়ের আরেক কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক মো. নিজানুর রহমান। একই সঙ্গে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অমনোযোগিতাকেও দায়ী করেন তিনি। মো. নিজানুর রহমান বলেন, তথাপ্রযুক্তি যেমন এনেছে গতি, তেমনি এর নেতিবাচক প্রভাবে ডুবছে তরুণসমাজ। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা। প্রযুক্তিনির্ভর যুগে ফেসবুক-ইন্টারনেট ছাড়া ছাত্রছাত্রী খুঁজে পাওয়াই দায়। শহরে এ সমস্যা প্রকট।

এবার মোট ২৫টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত না হওয়া ও শিক্ষকদের স্বচ্ছ ধারণা না থাকাকেও ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। অভিভাবক ফোরামের চেয়ারম্যান জিয়াউল হক দুলু বলেন, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের অভাব, শিক্ষার মান কমে যাওয়া, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক তৈরি না করে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করার কারণেই এই ফল বিপর্যয়। তিনি বলেন, স্কুল যা কলেজে মাত্র ২ বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কোর্স শেষ করতে হয়। সেখানে সব সময় ক্লাস হয় না। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। বাংলার শিক্ষক ইংরেজি বা বিজ্ঞান পড়ান।